পূর্তবার্তা

BCS PWEA News

ফেব্রুয়ারি-২০১৭

A Publication of BCS Public Works Engineers Association

গণপূর্ত অধিদপ্তরে নতুন প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহন ০১

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিদর্শন ০২

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বঙ্গবন্ধুর সমাধি জিয়ারত ০২

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ০৩

গণপূর্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের ডরমিটরী উদ্বোধন ০৩

মহান বিজয় দিবসে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ০৩

প্রাক্কলন প্রস্তুতি ও SoR Analysis ইত্যাদি কাজে এসেছে ESRA(Estimating Schedule of Rates and Analysis) ০৪

গণপূর্ত খুলনা জোনের উদ্যোগে "নির্মাণ কাজে লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া ও সমাধান" শীর্ষক সেমিনার ০৪

চেতনায় ভাস্বর একুশে : মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিসিএস পিডব্লিউইএ এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ০৫

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিসিএস পিডব্লিউইএ এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত ০৫

পদোন্নতির সংবাদ ০৬

একটি মত বিনিময় সভা ০৬

A Gentle breeze blowing towards positive changes of PWD ০৮

বর্ণিল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দীর্ঘ সফর ১২

চেনা- অচেনা দৃষ্টি ১৫

গণপূর্ত অধিদপ্তরে নতুন প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহন

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর উপদেষ্টা
প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী এ, কে, এম, মনিরুজ্জামান

সম্পাদক
প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ জুবাইর

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল

সম্পাদকমন্ডলী

প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম পাপন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

প্রকৌশলী মোঃ রকিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী

গ্রাফিক্স ও অলঙ্করণ
প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ জুবাইর
সোহেল আহমেদ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
কক্ষ নং- ১২৮, পূর্তভবন (নীচতলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭১২৯০

মুদ্রণে ঃ
পারফেকশান
মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণিসিংহ সড়ক
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮-০২-৯৫১৪৪৯৬
ই-মেইল : perfectionjahangir@yahoo.com

বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর ষান্মাসিক প্রকাশনা

সম্পাদকীয়

পূর্তবার্তা, ফেব্রুয়ারি-২০১৭

প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ জুবাইর
প্রকাশনা সম্পাদক
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস
ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

প্রকৌশল পেশার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ এবং প্রাচীনতম প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর বিশেষভাবে সুপরিচিত। এই অধিদপ্তরের সুনামের পেছনে রয়েছে প্রায় আটশত পঞ্চাশ প্রকৌশলীর কর্মনিষ্ঠা, সততা এবং কারিগরি দক্ষতা। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের একমাত্র সেতুবন্ধন হচ্ছে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন।

গত ৩০ মার্চ ২০১৫ তারিখে অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে এই এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনের পর এসোসিয়েশনের নিজস্ব Newsletter পুনরায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের পিছনে এসোসিয়েশনের সভাপতি মহোদয় ও মহাসচিব মহোদয় সহ যারা উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এটি আমাদের ২য় প্রকাশনা। এই প্রকাশনার সাথে যে সকল তরুণ প্রকৌশলী এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল ভ্রান্তি সমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে আরো পরিণত প্রকাশনা বের হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

গণপূর্ত অধিদপ্তরে নতুন প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পেলেন **প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম**। এ দায়িত্ব পাওয়ার আগে তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন। এছাড়াও তিনি বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে ১৯৮২ সালে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। বিসিএস (পাবলিক ওয়ার্কস) ক্যাডারে ১৯৮২'র ব্যাচে চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯২ সালে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ২০০১ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী, ২০০৯ সালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও ২০১৪ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন। শিক্ষাজীবনে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল হতে ১৯৭৫ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাস করেন। পেশাগত জীবনে তিনি কুমিল্লা বার্ড বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন, বাংলাদেশ (IEB)- এর সম্মানিত আজীবন ফেলো সদস্য।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর চট্টগ্রাম অঞ্চল পরিদর্শন

-মনিরুজ্জামান জিতু
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত উপ-বিভাগ-৮

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিগত ১৩ই জানুয়ারী ২০১৭ থেকে ১৫ই জানুয়ারী ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল সফরকালে চট্টগ্রাম গণপূর্ত সার্কেল ১ ও ২ এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। চট্টগ্রাম সফরকালে তিনি চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-৪ এর আওতাধীন "চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত জাম্বুরি মাঠে একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট উদ্যান স্থাপন" কাজ এবং চট্টগ্রাম গণপূর্ত বিভাগ-১ এর আওতাধীন প্রস্তাবিত "পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বিশিষ্ট গ্রীণ পার্ক নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পসহ আরো বেশ কিছু সম্ভাব্য উন্নয়ন প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন এবং কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জোর তাগিদ দেন। পরিদর্শন কালে তিনি কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

তাছাড়াও মেরামত কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের মাঠ পর্যায়ে সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর বঙ্গবন্ধুর সমাধি জিয়ারত

-প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম

গণপূর্ত অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বিগত ৩০শে ডিসেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ জিয়ারত করেন।

প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সকাল সাড়ে দশটায় জাতির পিতার সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সে উপস্থিত হয়ে সমাধি জিয়ারত করেন। জিয়ারত পরিচালনা করেন কমপ্লেক্সের ইমাম। জিয়ারতের পর প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন ও সমাধির পরিদর্শন বইতে মন্তব্য লিখেন। এরপর তিনি সমাধি কমপ্লেক্সের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

এছাড়াও তিনি গোপালগঞ্জ গণপূর্ত বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও সমাধি কমপ্লেক্সে নামায আদায় করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মোঃ রাশেদ কবির
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, ধানমন্ডি গণপূর্ত উপ-বিভাগ

গণপূর্ত অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহনের পরপরই বিগত ২৮ শে ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে সকাল ৭:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ ৪, নগর গণপূর্ত বিভাগ, শেরে বাংলা নগর গণপূর্ত বিভাগ ১, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ ২ এর নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণপূর্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের ডরমিটরী উদ্বোধন

-মোঃ আশরাফ উদ্দীন,
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, মিরপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২

বিগত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ তে বহুল প্রতীক্ষিত গণপূর্ত ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য ডরমিটরী উদ্বোধন করেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত প্রধান প্রকৌশলী **জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম**। এর মধ্য দিয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ক্যাডার কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের একটি দাবী পূরণ হলো।

ডরমিটরীটি মিরপুর গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ এর কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত, যাতে ৬ টি এটাচড বাথরুমসহ কক্ষ রয়েছে, এছাড়াও রয়েছে ডাইনিং কক্ষ। খুব শীঘ্রই বাবুর্চি নিয়োগ দিয়ে ডরমিটরীতে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শীঘ্রই ডরমিটরীতে আরো ৮ টি কক্ষ বাড়ানো হবে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের দাবী এই ডরমিটরী। অধিদপ্তরের বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী **জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম** ২০১৫ সালে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর এই ডরমিটরী চালু করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। এটি চালু হওয়াতে ঢাকার বাইরে অবস্থানরত গণপূর্ত অধিদপ্তরের ক্যাডার কর্মকর্তারা বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় আগমন করলে ডরমিটরীতে অবস্থান করার সুযোগ পাবেন।

মহান বিজয় দিবসে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর বিকেলে রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে, বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এদেশের আপামর জনসাধারণ। সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে দেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এদিন মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের পাশাপাশি বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এদিন সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ সময় বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ

ও সদস্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় কর্মরত বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিজ নিজ কর্মস্থলে শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

প্রাক্কলন প্রস্তুতি ও SoR Analysis ইত্যাদি কাজে এসেছে ESRA(Estimating Schedule of Rates and Analysis)

-প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফেরদৌস-উজ-জামান

গণপূর্ত অধিদপ্তরের Schedule of Rates(SoR), Analysis of Rates(AoR) প্রণয়ন, নানাবিধ বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ে প্রাক্কলণ প্রস্তুতকরণ ও প্রেরণ ইত্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে করার লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নিজস্ব ও প্রথম ESRA সফটওয়্যারটি গত ১৮ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় উদ্বোধন করেছেন। সফটওয়্যারটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

গণপূর্ত খুলনা জোনের উদ্যোগে "নির্মাণ কাজে লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া ও সমাধান" শীর্ষক সেমিনার

-প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম

গণপূর্ত খুলনা জোনের উদ্যোগে ফাইভ রিংস সিমেন্টের সহযোগিতায় বিগত ২৩ শে জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে সোমবার নির্মাণ কাজে লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া ও সমাধান শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণপূর্ত খুলনা জোনের সম্মেলন কক্ষে খুলনা গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব জি এম এম কামাল পাশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলমগীর, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবদুল্লাহ্, পিইঞ্জ, চেয়ারম্যান, আইইবি খুলনা কেন্দ্র ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা খুলনা। বক্তব্য রাখেন গণপূর্ত খুলনা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মো. আবুল খায়ের, ফাইভ রিংস সিমেন্টের হেড অব সেলস মার্কেটিং জনাব মো. জসিম উদ্দিন। এ সময় বাগেরহাট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো. রোকন উদ্দিন, চুয়াডাঙ্গার জনাব মো. এনামুল হক, খুলনা-১ এর জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, খুলনা-২ এর মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম, খুলনা জোনের মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, ফরিদপুরের মানিক লাল দাস, ঝিনাইদহের মো. আল আমীন, মাগুরার প্রদীপ কুমার বসু, কুষ্টিয়ার মো. মশিউর রহমান, মেহেরপুরের মো. আহসান উল্লাহ এবং খুলনা জোনের গণপূর্তের উপবিভাগীয় প্রকৌশলীরা, কুয়েট, ওয়াসা খুলনার ২ শতাধিক প্রকৌশলী ও ফাইভ রিংস সিমেন্টের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ড. মো. মনজুর হোসেন, পুরকৌশল বিভাগ কুয়েট। খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া ও সমাধানের উপায় তুলে ধরেন খুলনা গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব জি এম এম কামাল পাশা। তিনি বলেন, লবণমুক্ত বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার, নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, ড্যাম্প প্রুফ প্রধান কোর্স সঠিকভাবে করা, সিমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, কম্প্যাকশন, কংক্রিটের ক্লিয়ার কভার বৃদ্ধি করা ও ইটের পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করা হলে খুলনা অঞ্চলে নির্মানকাজ দীর্ঘস্থায়ী হবে, ভূমিকম্পে বিল্ডিং ভেঙে পড়বে না এবং বিল্ডিং স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে সাহায্য করবে।

গণপূর্ত খুলনা জোনের উদ্যোগে নির্মাণ কাজে লবণাক্ততার প্রতিক্রিয়া ও সমাধান শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলমগীর

চেতনায় ভাস্বর একুশে : মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বিসিএস পিডব্লিউই-এ এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

দেশ গড়ার দৃপ্ত শপথ ও সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে গোটা জাতি এবার পালন করেছে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বরাবরের মতো এবারও লাখো মানুষের ঢল নেমেছিল রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। একুশের প্রথম প্রহরে সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলে সেখানে অন্যান্য পেশাজীবী, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের পাশাপাশি বিসিএস পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন তাদের সভাপতি ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। এসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সংস্থাপন ও সমন্বয়, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোনসহ গণপূর্ত অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিসিএস পিডব্লিউডিই-এ এর বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে গাজীপুরের পুবাইলে অবস্থিত পুবাইল সোশিও-কালচারাল সেন্টারে বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় বিসিএস পিডব্লিউইএ এর বার্ষিক বনভোজন-২০১৭। সারা বছর দাপ্তরিক কাজে নিয়োজিত থাকায় সমন্বিতভাবে বিনোদনের সময় থাকেনা গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীদের। তাই বিসিএস পিডব্লিউডি ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের এই বার্ষিক বনভোজন খুবই আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সকাল থেকেই পূর্ত ভবন থেকে বাস ও ব্যক্তিগত বাহনযোগে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও বিসিএস পিডিব্লিউইএ এর সভাপতিসহ অন্যান্য সদস্যরা সপরিবারে বনভোজনস্থলে আগমন শুরু করেন। সেখানে পৌছানোর পর প্রকৌশলীরা নাস্তা-পানীয় গ্রহন করেন এবং নিজেদের মধ্যে আলাপচারিতায় মগ্ন হন। বেলা একটু গড়ানোর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে এসোসিয়েশনের সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ও পরে অতিথি শিল্পীরা গান পরিবেশ করেন। এর পাশাপাশি এসোসিয়েশনের সদস্যরা প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহন করেন।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। অতিথি শিল্পীদের সুরের মূর্ছনায় মোহিত হন সবাই। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবার পর হাউজি খেলা ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উৎসাহ নিয়ে হাউজি খেলায় অংশ নেন এসোসিয়েশনের সদস্যরা। এরপর অনুষ্ঠিত হয় র‍্যাফেল ড্র, যেখানে প্রথম পুরস্কার হিসেবে ৩২" রঙিন টিভি জিতে নেন বিসিএস ২৭ ব্যাচের কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী জোয়ার্দার তাবেদুন নবী। র‍্যাফেল ড্র এর সাথেই বনভোজন সমাপ্ত হয়,এরপর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেন এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা।

পদোন্নতির সংবাদ

প্রকৌশলী মোঃ রকিবুল হাসান

- ❖ বিগত ১ জানুয়ারী ২০১৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থেকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ০৩ (তিন) জন, নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ৩৩ (তেত্রিশ) জন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ৩০ (ত্রিশ) জন, সহকারী প্রকৌশলী থেকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ৩৩ (তেত্রিশ) জন পদোন্নতি লাভ করেছেন।
- ❖ চলতি দায়িত্বে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ৩ (তিন) জন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ১৩ (তের) জন, নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ১৭ (সতের) জন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ৭৯ (উনাশি) জন এবং সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩ (তিন) জন নতুন যোগদান করেন।
- ❖ উপ-সচিব পদে ২১তম বিসিএস (গণপূর্ত) ব্যাচের ২(দুই) জন প্রকৌশলী পদোন্নতি প্রাপ্ত হন এবং সহকারী প্রকৌশলী পদে ৩(তিন) জন নতুন যোগদান করেন।।

বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো যাচ্ছে।

একটি মত বিনিময় সভা

জি এম এম কামাল পাশা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

নব্বই দশকের গোড়ার দিকের কথা। তখন আমি লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার।

সদর-আদিতমারি-কালিগঞ্জ-হাতিবান্দা-পাটগ্রাম এই পাঁচটি উপজেলা একটির সাথে আরেকটি গায়ে গা লাগিয়ে তিস্তা নদীর পাড় ঘেষে সরল রৈখিক গড়নে গড়ে উঠা উত্তর জনপদের লালমনিরহাট জেলার মানুষের দুঃখ কষ্টের শেষ নাই। সেই সময়ে এত অভাবি জনপদ আমার আর নজরে আসেনি। বর্ষাকালে তিস্তার জলের সাথে ভেসে আসা বালুর আস্তর পড়ে ঢেকে যায় মাটি, তাই কৃষি জমি অনুর্বর। হাল আবাদ ছাড়া আয়-উপার্জনের আর তেমন কোন মাধ্যম ছিল না ঐ এলাকার মানুষের। ব্যবসা বলতে ছিল রংপুর শহর থেকে অল্প কিছু মালামাল কিনে এনে দোকানদারি করা। জেলা সদরে গণপূর্তের নতুন কিছু দালান আর রেলওয়ের লাল ইটের পুরনো দালানগুলো বাদে দুই একটা দালানবাড়ি অনেক খোঁজাখুঁজির পর চোখে পড়ত।

এলজিইডির দাপটে আরডিআরএস ক্রমে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। রংপুর দিনাজপুরের অন্য জেলাগুলোতে পাততাড়ি গুটিয়ে লালমনিরহাটে আস্তানা গেড়েছে। জার্মান সংস্থা জিটিজেড এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় নতুন কৌশলে এলজিইডি কে সাথে নিয়ে লালমনিরহাট জেলার গরিবী হঠাও পায়তারা করছে আরডিআরএস। কোন ঝামেলায় প্রকল্পের অর্থায়ন যাতে ভেস্তে না যায় সেজন্যই উভয়ের এই বন্ধুত্ব। মোটা বেতনে কনসালট্যান্ট নিয়োগ দিয়ে প্রকল্পের কাজ শুরু হল। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাকসাইটে আমলা ও তাঁরই বন্ধুতুল্য একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কনসালট্যান্ট টিমের সদস্য। ঘোর মফস্বলে অফিস আর অফিসার্স ক্লাব নিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে কোনরকমে। হঠাৎ একদিন ডাকফাইল খুলে ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়ার চিঠি পেলাম। সপ্তাহব্যাপী ওয়ার্কশপ, জিটিজেড এর আয়োজন, ভেন্যু, গুলশানের মুঘল হোটেল। কালিগঞ্জ উপজেলা হলেও ঘোর গৈ গেরাম; রাজধানীতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে তাই আনন্দে নেচে উঠল মন। শুক্রবার দিন ব্যাগ গুছিয়ে রওনা হলাম ঢাকার পথে। চাকুরিতে ঢুকে অনেক ট্রেনিং করেছি, সেমিনার হলেও গিয়েছি; কিন্তু ওয়ার্কশপে এই প্রথম।

বনানি চেয়ারম্যান বাড়ি পাওয়ার আগেই এয়ারপোর্ট রোড সংলগ্ন একটি কমদামি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। একই হোটেলে আরও কয়েকজন সহকর্মী পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে দুই একজন আমার খুবই অন্তরঙ্গ। শুরুটা ভালই হল। পরদিন ভোরে গুলশানের অভিজাত মুঘল হোটেলে শুরু হল ওয়ার্কশপ। এলজিইডি, আরডিআরএস ছাড়াও কনসালট্যান্ট টিমের দুই সদস্য ওয়ার্কশপে অংশ নিল। মডারেটর একজন নেপালি ডক্টরেট। মুঘল হোটেলের কনফারেন্স হল সরগরম হয়ে উঠল। ওয়ার্কশপ শুরুর আগেই জম্পেশ এক ঘোষনা এল জিটিজেড থেকে। সময় যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য হোটেলের ডাইনিং হলে মুঘল মেন্যুতে লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘোষনা শুনে বেশিরভাগ পার্টিসিপান্ট এর মধ্যে একটা ফুর্তি ভাব দেখা দিল।

লালমনিরহাট জেলার গ্রাম এলাকার গরীব মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে প্রধান বাধা কি এবং কিভাবে তা সমাধান করা যায় এর উপর রীতিমত ব্রেনস্টর্মিং চলতে লাগল। ওয়ার্কশপের ফাইন্ডিংস বই আকারে চলে যাবে দেশে বিদেশে। সেই আলোকে ঠিক হবে পলিসি আর কর্মকৌশল। তারপর প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ নিরুপণ করে তা অনুদান হিসাবে প্রদান করবে জার্মান সরকার। প্রকল্পের ভৌত কাঠামোগুলো গড়ে তুলবে এলজিইডি আর সামাজিক কাঠামো নিয়ে কাজ করবে আরডিআরএস। সকাল থেকে বিকাল অবধি মুঘল হোটেলের

কনফারেন্স হলে ওয়ার্কশপ। দুপুরে একই ফ্লোরে ডাইনিং হলে বুফে লাঞ্চ। মাছ-মাংস-ভেজিটেবল এর নানা পদ। তখন বয়স কেবল ত্রিশের কোঠা পেড়িয়েছে। প্রথম দিন থেকেই খাওয়া দাওয়া জমে উঠল। পয়সা খরচের বালাই নেই, যত পার খাও। এক টুকরার স্থলে দুই বা তিন টুকরা খেলেও বাধা নেই। খাওয়া শেষে কয়েক পদের ডেজার্ট আইটেম। সাতদিনে ওজন বেড়ে গেল দুই কেজি। শেষের দিন সুন্দর হার্ড পেপার সার্টিফিকেট এর সাথে পেলাম নগদ চারহাজার টাকার একটি পেট মোটা খাম। সেই সময়ের চার হাজার টাকা, বেশ ওজনদার মনে হল। হোটেলে ওয়ার্কশপ এর ব্যাগবাট্টা রেখে চলে গেলাম বেইলি রোডে। গিন্নীর জন্য একটা দামি জামদানি কিনে ফেললাম টাংগাইল শাড়ি কুটির থেকে। তারপর আরও কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে রাতটা কাটিয়ে উত্তর বঙ্গের কোচ ধরে ছুটলাম মিঠাপুকুরের উদ্দেশ্যে। পরিবার পরিজন তখনও অবস্থান করছে মিঠাপুকুরের সরকারি কোয়ার্টারের দোতলায়।

একদিন বিশ্রামের পর কালিগঞ্জে ফিরে এলাম। ওয়ার্কশপের দিনগুলো ভালই কাটল, বিশেষ করে লাঞ্চের মেন্যু মনে রাখার মত। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে প্রায় একমাস চলে গেল। প্রকল্পের জৌলসে পুলকিত হলেও নানারকম উড়ো কথা কানে এসে মন ভারী করে তুলতে লাগল। অনুদানের পুরো টাকা নিজের ঘরে তুলতে চাইছে আরডিআরএস। এলজিইডি হেডকোয়ার্টার থেকে বার্তা এল এমনতর প্রকল্প যেন কিছুতে হাতছাড়া না হয়। চোখ কান দুটোই খাড়া রাখতে হবে। কান খাড়া হলেও চোখ খাড়া রাখতে পারলাম না। তবে চোখে যা দেখলাম তা কানে শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। হই হই রব পড়ে গেল উপজেলার কাকিনা ইউনিয়ন জুড়ে। প্রকল্প এলাকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এই ইউনিয়ন। ভাগ্য খুলে যাবে ইউনিয়নের মানুষের। গরিবী ঝেঁটে বিদায় করা হবে এখান থেকে। রাস্তাঘাট পাকা হবে। বড় বড় পুকুর কেটে মাছের চাষ হবে। বাঁশ কাঠের স্কুল ঘর ভেঙে দালান তৈরী হবে। যাদের বাস্তুভিটা নেই তাদের ঘরবাড়ি তৈরী করে দেওয়া হবে। নতুন নতুন কলকারখানা বসবে যাতে কেউ বেকার না থাকে। আর চাষাবাদ চলবে সব কলের লাঙল দিয়ে। মাটির নীচ থেকে গভীর নলকূপের তোলা পানিতে ফলন বেড়ে যাবে কয়েকগুন। কিন্তু সমস্যা প্রায়োরাটাইজ করতে পারছে না পলিসি মেকাররা। গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছে কনসালট্যান্ট টিমের সদস্যবৃন্দ। মূল সমস্যা খুঁজে দেখতে টিম মেম্বাররা ঢাকা থেকে রংপুর চলে এল। রংপুর পর্যটন মোটেলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে অবস্থান নিয়ে প্রকল্প এলাকা ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করতে লাগল। তৃণমূল মানুষের সাথে মত বিনিময় করে মূল সমস্যা বের করে আঁটঘাট বেঁধে কাজ শুরু করতে চায় তারা। যেন কাকিনা এলাকার মানুষের জীবনে সত্যিকার উন্নয়ন ঘটে, আর তা টিকে থাকে জীবনব্যপী। ছোট আকারের এই মডেল প্রকল্পের সাফল্যের এর উপর নির্ভর করছে বড় আকারের কয়েকটি প্রকল্প।

কাকিনা ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের সামনের মাঠে এইরকম এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হল। আরডিআরএস এর লোকজন অনেক খেটেখুটে সভাস্থলে সামিয়ানা টাঙিয়ে চেয়ার টেবিল সাজাল। ইউনিয়ন পরিষদের দফাদাররা হাফপ্যান্টের সাথে সিকিউরিটি ক্যাপ মাথায় দিয়ে পাহাড়ার কাজে লেগে গেল। আমি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মোটর সাইকেলে চড়ে ঘন ঘন সভাস্থল ঘুরে আসতে লাগলাম। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে কাকিনা ইউনিয়ন পরিষদের মাঠ কানায় কানায় লোকে ভরে গেল। উপজেলার অফিসার আর লোকাল এলিট সামনে পাতা চেয়ারে আসন নিল। এরপর কাতারে কাতারে ঘাসের উপর বসে পড়ল গাঁয়ের লোকজন। আরও পিছনে মাটির উপর ঘাস না থাকায় নেমন্তনহীন অনেকে কেউ খালি গায়ে, কেউ গেঞ্জি গায়ে দাড়িয়ে পড়ল খালপাড়ের কিনারা ঘেষে। মঞ্চে কনসালট্যান্ট টিমের দুইজন সদস্য আর উপজেলার নির্বাহী অফিসার। তাদের চেয়ারগুলো হাতলওয়ালা, ব্যাকসাইড নতুন কেনা নরম তোয়ালে দিয়ে ঢাকা।

শুরু হল মতবিনিময়। পলিসি মেকার বনাম কাকিনার মানুষ। মঞ্চের টেবিলে মাইক সেট করা। টিম লিডার চেয়ারে বসে কথা বলছেন মাউথ পিস মুখে নিয়ে। গমগম শব্দে কথা মাইকের হর্ন দিয়ে বেরিয়ে কাকিনার বাতাসে ভেসে বেড়ানোর আগেই চেয়ারম্যানের ঠিক করা লোক লাফ মেরে চেয়ার থেকে দাড়িয়ে একটা জুট মিলের দাবী করতে লাগল। তার কথা শেষ না হতেই সামনের সারির একজন নদীর উপর একটা পুল তৈরীর জন্য লম্বা বয়ান দিল। কেউ কলেজ করার দাবী তুলল, কেউ হাসপাতাল। ইউএনও সাহেব সুযোগ পেয়ে রাস্তাঘাটের দুরবস্থা তুলে ধরল। তিনি একথাও বলতে ভুললেন না যে, খারাপ রাস্তায় চলতে চলতে তার জীপগাড়িটির বেহাল দশা হয়েছে। তবে এর কোনটিই টিম লিডার সাহেবের পছন্দ হল বলে মনে হল না। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, এসব দাবীতো সবাই করে, আপনারা নতুন কিছু বলুন। চেয়ারম্যান, মেম্বাররা হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। টিম লিডার সাহেবের কথায় আমি তাজ্জব বনে গেলাম। এত সুন্দর সুন্দর সমস্যা, তবুও মনে ধরছে না স্যারের। রাস্তাঘাট পাকা হলেতো বেশ হয়, এলজিইডি'র কাজ কিছু বাড়ে। ইত্যসময়ে মধ্যের সারি থেকে একজন উঠে দাড়িয়ে বলতে লাগল, স্যার, সারা ইউনিয়নে হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে দেন। গাছে গাছে ফল হলে খেতে পারব, বেচতে পারবো, ফলের সাথে কাঠ হবে, কাঠ দিয়ে খরি হবে। পিছন থেকে আরেকজন দাড়িয়ে বলল, স্যার, কাঠ দিয়ে ঘরও বানানো যাবে।

এবার টিম লিডার সাহেব সত্যি বিরক্ত হলেন। বেলা এগারোটায় মিটিং শুরু হয়েছে এখন প্রায় দুটো বাজে। লালমনিরহাট শহরে আরডিআরএস এর রেষ্ট হাউজে খাওয়া দাওয়ার এন্তেজাম হয়েছে। তা এতক্ষণে জুড়োতে বসেছে। চেয়ারম্যান সাহেব কি যেন বলতে উঠে দাড়ালেন; ইউএনও সাহেব তাকে সুযোগ না দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

ইউএনও সাহেব ভাবগতিক বুঝে মিটিং শেষ করে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন টিম লিডারের কাছে। কিন্তু তিনি সে এজাজত দিলেন না। বরং দুই চোখ ঘুরিয়ে সামনে উপবিষ্ট ও দন্ডায়মান সকলকে নিরিখ করতে লাগলেন। অতঃপর পিছনে একজনের দিকে হাতের আঙুল তুলে বললেন, আপনি বলুন, আপনি বলুন। টিম লিডার সাহেব কার দিকে আঙুল তুললেন তা বুঝতে না পেরে অতি উৎসাহি একজন মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল। টিম লিডার তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি না, আপনি। টিম লিডারের আঙুল কোন দিকে হেলল তা ঠাহর করা গেল না। একজন ভিক্ষুক লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়েছিল। সে চটজলদি বলে উঠল, চেয়ারম্যানের আদেশে সারাদিন মিটিং শুনেছি, ভিক্ষা করতে পারি নাই, হামারে কিছু টাকা দ্যান স্যার।

টিমলিডার এরপর 'যত্তসব' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। চেয়ারম্যান হন্তদন্ত হয়ে উঠল। সে নিজে গিয়ে একজন একজন করে গা ছুঁয়ে বলতে লাগল স্যার, এই লোক, এই লোক। অবশেষে আরও পিছন দিকে একটি পাতা বিহীন ন্যাড়া গাছের কান্ডের আড়ালে দাড়ানো টিম লিডারের চাহিত সেই লোকের হদিস পাওয়া গেল।

চেয়ারম্যান তাকে হুরমুর করে টেনে একেবারে মঞ্চের কাছে নিয়ে দাড় করাল। লোকটির লম্বা গড়ন, চুল উস্কোখস্কো, পরনে আধ ময়লা লুঙ্গি আর গায়ে ছেঁড়াফাড়া একটি হাতাওয়ালা গেঞ্জি।

এবার টিম লিডার শিকার কাছে পাওয়ার মত করে ধীরেসুস্থে ঠান্ডা মাথায় প্রশ্ন করলেন, আপনি বলেন, এখানকার মূল সমস্যা কি?

লোকটি মুখে কিছু না বলে ছেড়াগেঞ্জিটা একটানে বুকের উপর তুলল। তারপর ডান হাতে চুপসানো পেটে চাপর মারতে মারতে 'পেট সমস্যা', 'পেট সমস্যা' বলে চিৎকার করে উঠল।

মাঠশুদ্ধো লোক হতভম্ব হয়ে তারদিকে তাকিয়ে রইল। ইউএনও সাহেব টিমলিডারকে নিয়ে প্রকল্পের প্রাডো গাড়িতে চড়ে তড়িঘড়ি সভাস্থল ত্যাগ করলেন।

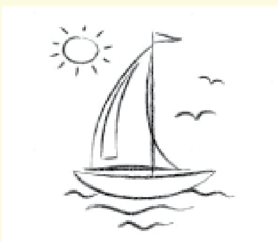

A gentle breeze blowing towards positive changes of PWD

Md Mainul Islam, PhD, PEng
Superintending Engineer and Director
PWD Training Academy and Testing Laboratory

Imagine yourself. You are heading to bed after a long hectic day full of stress. However, shortly after a series of nightmare frequently attack you and you could not sleep well. What keeps your mind cool then in the next morning? A mild smile either from your wife or from your child or from your any other dearest person will undeniably make you happy. You start the day with a new hope. Yes, life cannot run without aspiration. With this new hope, it can be argued that Bangladesh is moving forward.

Bangladesh is going to be a 'growth outperformer in 2016-25'. (Flitch Report, September 2016). The new optimism has been marshaled by the well-thought direction of the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina.

Bangladesh has by now earned enormous admiration from international communities for enjoying its excellent accomplishment in implementing Millennium Development Goals (MDGs). The country is well ahead in instigating Sustainable Development Goals (SDGs), which is absolutely indispensable for its socio-economic development. This is rightly echoed by the Honorable Prime Minister. The Honorable Premier in her recent speech clearly stated that 'There is no alternative to achieving sustainable development for ensuring decent lives'

The organizational leaders of the Bangladesh Government are thinking aptly. The Honorable Secretary of the Ministry of Housing and Public Works, Mr Md. Shahid Ulla Khandaker has noticeably stressed the need for effective utilization of resources, one of the main ingredients of SDGs.

Public Works Department (PWD) is walking in line. There are 17 distinct agendas that govern the principles of SDGs. PWD along with PWD Training Academy are able to contribute effectively to attain, at least, in four domains for accomplishing SDGs in Bangladesh, as depicted in Figure 1.

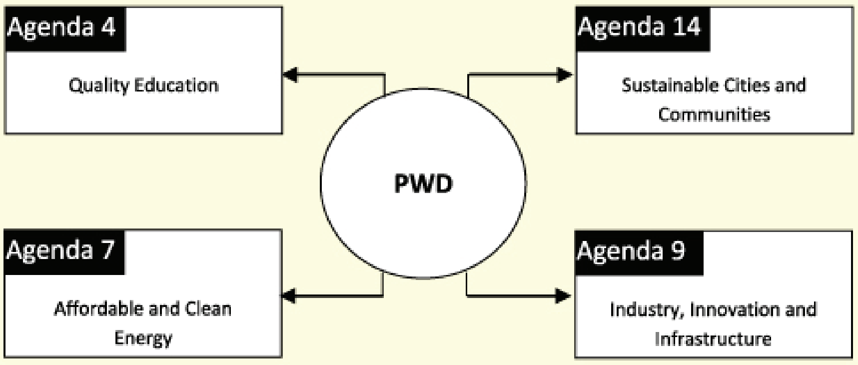

Figure 1: Key areas of contribution by PWD to attain SDGs in Bangladesh

However, in order to translate the prudent policies of the Government into practice, more specifically to attain these key agendas of SDGs, there are no alternatives except providing quality training. The PWD Training Academy is exactly doing that now. The Academy is focusing on creating a bunch of skilled people for the Department since its commencement.

Brief History of PWD Training Academy

The concept of PWD Training Academy was originally developed during the tenure of the then Awami League Government, in 2001. Subsequently, on 5 April 2007, the DPP of the Training Academy was approved. The construction of PWD Training Academy Building ended in June 2010. It is noteworthy to mention here that the present Chief Engineer of PWD, Mr Mohammad Rafiqul Islam played a pivotal role to complete the construction work of the Training Academy. Finally, the Academy kicked-off its training activities in 2011.

Since its inception in 2011, the performance of the Training Academy is increasing gradually. As illustrated in Figure 2, increased number of professionals availed training programs over the years. Strikingly, the number of participants jumped by around 55% in the last year (from FY 2014-15 to FY 2015-16).

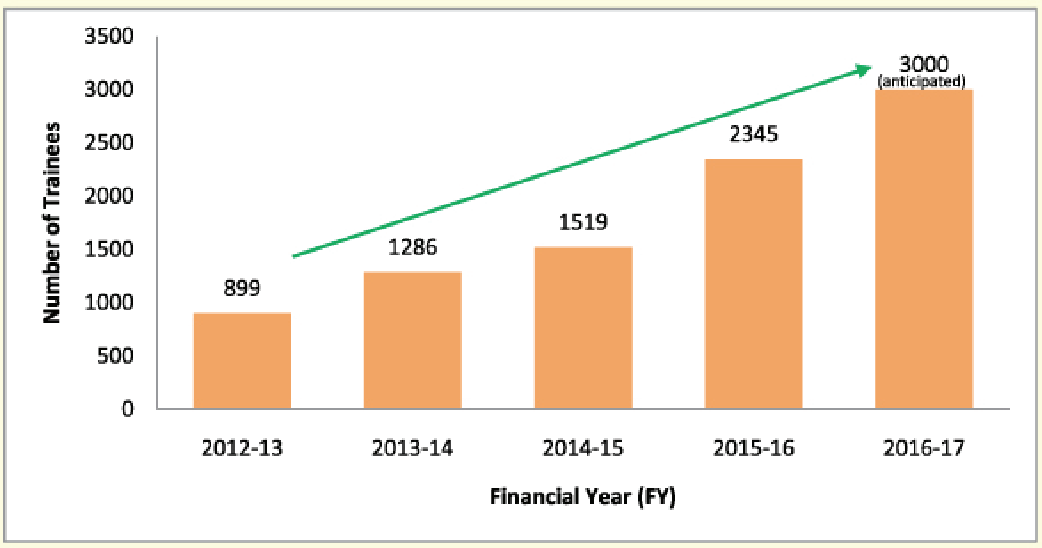

Figure 2: Year wise breakup of trainees attended at PWD Training Academy

In addition, in the last year, the Academy had offered nine training programs per month, on average. It had completed 75 training programs on 27 different disciplines.

Consistency is the key to success. In this financial year (FY: 2016-17), the Academy is also offering similar number of training programs for the professionals. Table 1 outlines major training programs of the Academy in this financial year.

Table 1: Major Training Programs of the Academy in Current Financial Year (FY: 2016-17)

Sl No	Focus Area and Training Topics	Target Group
	Civil Engineering	
1	Structural Design: Manual Calculation	Engineers (B.Sc. Engineers and Diploma Engineers)
2	Design and Construction of MAT Foundation & RCC Pile	
3	DPP Preparation & Detailed Estimate	
4	Sanitation, Plumbing & Deep Tube well	
5	Quality Control & Testing of Materials	
6	Land Management	
7	Environmental Impact Assessment of Buildings	
	Electrical and Mechanical Engineering	
8	List, Sub-Station, Generator, BMS & Solar Power Energy	Engineers (B.Sc. Engineers and Diploma Engineers)
9	E/M Equipment operation & Maintenance	
	Audit and Financial Management	
10	Financial Management	Engineers (B.Sc. Engineers and Diploma Engineers)
11	Audit Procedure & It's Application	
	Information Technology	
12	Electronic Government Procurement (e-GP)	Engineers (B.Sc. Engineers and Diploma Engineers)
13	Primavera	
14	Structural Design using ETABS	
15	Auto CAD 2 D	
16	Basic Computer	Employees (Grade 11-16)
	Office Administration	
17	Office Management	Employees (Grade 11-16)
18	Conduct and Discipline	Employees (Grade 15-20)

Nevertheless, for the PWD Training Academy there is no space for self-contentment. The present government of Bangladesh is a very dynamic and efficient in bringing new opportunities of professional development. For attaining professional excellence, the Honorable Prime Minister has already directed to increase training facilities of every government organizations. To boost up long-cherished socio-economic development of the country, the Prime Minister along with her well-esteemed administration has emphasized to educate government employees on emerging issues such as e-GP, e-Filing, Annual Performance Agreement (APA), Government Innovation, Public Private Partnership (PPP) and other contemporary aspects.

Walking in line with the Government's directives, PWD Training Academy is running parallel training programs fruitfully, more specifically on e-GP, APA and PPP. Soon the Academy will start training programs on e-Filing and Government Innovation. Other engineering aspects applicable for PWD such as Construction Project Management, Quality Control, Retrofitting of Buildings, are yet to float at the Training Academy. Table 2 depicts new training programs of the Academy in this current financial year.

Table 2: New Training Programs of the Academy in Current Fiscal Year

Sl No	Focus Area and Training Topics	Target Group
1	Public Private Partnership (PPP)	Engineers (B.Sc. Engineers and Diploma Engineers)
2	Construction Project Management	
3	Urban Risk Reduction: City Resilience	
4	Retrofitting of Buildings	
5	Cement & Concrete Technology	
6	e-Filing	Employees (Grade 11-16)

PWD Training Academy Needs Expansion and Modernization

However, the performance of the Academy even could be enhanced. If we look forward, consider next 50 years from now, for instance.

PWD Training Academy could be a lead education provider within the country. The roles that PWD Training Academy could play in near future could be summarized below:

1. Kick-off research work pertinent to engineering activities of PWD, for example preparation of schedule of rate for retrofitting of buildings, smart buildings, and integrated utility services for high-rise buildings.
2. Work with development partners such as the World Bank, Asian Development Bank and JICA, to name a few on application of renewable energy, clean technology and urban waste management.
3. Set off collaborative work with national and international education providers (such as universities, training institutions) on emerging issues such as green building, climate resilient urban infrastructure, lean construction, cement and concrete technology.
4. House national and international seminars, symposiums and conferences on public interests for example earthquake resistant buildings, climate change and city resilience.
5. Instigate commercial operation of PWD Testing Laboratory as a income generating entity.
6. Create opportunities to work on CAD (Computer Aided Design) and GIS (Geographic Information System) for achieving the goals of Digital Bangladesh.

Nonetheless, all these proposals are hinged to increase physical infrastructure facilities of the Academy. The existing infrastructure facilities of the Academy are truly insufficient to meet the future need of the Department.

A DPP has already been proposed. It particularly asks for creation of new facilities in the Academy premises. Distinct features of the proposed DPP are as follows:

The First Phase of the Proposed DPP takes into account development of the following infrastructure.

1. Construction of propose training academy buildings (15 storied buildings with 20 storied foundation including 2 basements);
2. Construction of a Staff quarter;
3. Construction of an Officer's Quarter;
4. Construction of a Director's Residence;
5. Construction of a Fountain;
6. Construction of a Swimming Pool;
7. Construction of a Basketball Ground;
8. Construction of Boundary walls; and
9. Construction of Internal Roads.

The Second Phase will consider proposals for transformation and reorganization of the present training academy building into dorm buildings including:

1. Construction of remaining five floors (up to 20 storey) over the 15 storey (proposed to be completed in the first phase) Training Academy Building;
2. Construction of 02 (two) additional stories above the second floor of existing Training Academy Building to be converted into dormitory;
3. Construction of a Playground;
4. Construction of Gymnasium;

5. Modernization and extension of Existing Testing Laboratory Building; and
6. Collaboration with other renowned similar institutions from foreign countries.

The proposed DPP is already under process of approval from the higher authority. However, it begs kind intervention of the Honorable Chief Engineer of Public Works Department.

During his recent visit at the PWD Training Academy, the respectable Chief Engineer of PWD has expressed firm commitment saying 'I will do whatever we need to do to establish PWD Training Academy to International Standard'. No wonder, the employees and staff of PWD wholeheartedly welcome his pragmatic wishes, which is very time-demanding.

The Training Academy is progressing its child stage. It is crawling now; however, certainly it will reach at its full youthful stage soon and contribute agreeably to the human resource development of the Department.

We are awaiting eagerly for the vibrant leadership of the Honorable Chief Engineer of PWD – well supported by the compassionate intercession of the Government, more specifically from the Honorable Secretary and Honorable Minister of the Ministry of Housing and Public Works. New days are coming – not only for the PWD Training Academy alone, but also for the entire PWD .

We are dreaming! A gentle breeze will definitely sail the boat of PWD in the positive direction!

বর্ণিল ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার দীর্ঘ সফর

জি এম এম কামাল পাশা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

চাকরিতে ঢোকার আগে আমি পিডব্লিউডি কে পিড-বলিউ-ডি বলেই জানতাম। তখন এই সংস্থার ফুটবল টিম ঢাকায় দাপিয়ে বেড়ানো টিমগুলোর একটি ছিল। দৈনিক পত্রিকায় খেলার খবরে পিডব্লিউডি নামটি বড় বড় হরফে ছাপা হত আর আমি তা পিড-বলিউ-ডি উচ্চারণে পড়তাম মনোযোগের সাথে। এখন দিন বদলেছে; খেলাধুলার খবরে আর পত্রিকার শিরোনাম হতে পারে না পিডব্লিউডি। এটি দোষের নয়। ফুটবলের উন্নতি করতে পেশাদার ক্লাবগুলো যে হারে পুঁজি ঢালছে, সরকারি সংস্থা হিসাবে পিডব্লিউডি'র পক্ষে সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কষ্টের দিক হল যে, ঢাকার ফুটবলে টিমটির অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত প্রায়।

১৯৮২ সালের মাঝামাঝিতে বুয়েটের ৪র্থ বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিসিএস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম। টেকনিক্যাল ক্যাডারে প্রথম বিসিএস পরীক্ষা। টিকে গেলাম পিডব্লিউ ক্যাডারে। পরীক্ষার ফল বের হওয়ার প্রায় এক বছর পর নিয়োগপত্র হাতে পেলাম। এটি আমলাতান্ত্রিক জটিলতা না কোন গোষ্ঠিস্বার্থজনিত কারসাজি ছিল-তা আজও বুঝতে পারিনি।

বিসিএস পিডব্লিউ ক্যাডারে নিয়োগ পেলেও প্রথম পোস্টিং প্রেষণে সরাসরি উপজেলা পরিষদে। আমার পোস্টিং উত্তরবঙ্গের প্রান্তবর্তী উপজেলা বীরগঞ্জে; আর সহপাঠি আইনুল ফরহাদের ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলায়। ধোবাউড়া ব্রহ্মপুত্রের চর এলাকা। বাংলাদেশের মানচিত্র খুঁজে উপজেলার অবস্থান দূরবর্তী হলেও দ্বীপাঞ্চল না হওয়ায় খুশিতে হেসে ফেললাম আমি। ধোবাউড়া চরের কথা শুনে ঢাকার ছেলে আইনুল ফরহাদের হৃদয় ভেঙে গেল। একরাশ ধু-ধু বেদনা তার চোখেমুখে ভেসে উঠল।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাস। উত্তরবঙ্গের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে নাইটকোচে যাত্রা করলাম কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। নীলক্ষেত থেকে কার্পাস তুলো দিয়ে তৈরী নতুন লেপ-তোষকের ভিতরে একটা বালিশ চেপে টাইট রোল করে পাটের রশিতে আটসাঁট বাঁধুনি দিয়ে সহজে বহনযোগ্য করে তুললাম। কিন্তু এই রোল করা বিছানা বেডিং কন্ডাক্টর কিছুতেই বাসের ভিতরে তুলতে দিল না; সেটির ঠাঁই হল নাইট কোচের ছাদে। আর পথে পথে লোক তুলে দুই সিটের ফাঁকা জায়গায় স্ট্যান্ডিং যাত্রী নিয়ে বাস ছুটে চলল দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার উদ্দেশ্যে।

কুয়াশা ঢাকা শীতের রাত, গাদাগাদি যাত্রি থাকায় বাসের ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠল। আরামদায়ক উষ্ণতা আর বাসের গতিময় দুলুনিতে ঘুমের গভীরে ডুবে গেলাম। ভোরবেলা ঘুম থেকে জেগে দেখি চৌরাস্তার মোড়ে উপজেলার বাজারের মুখে দাড়িয়ে আছে বাস। ঘুম জড়ানো চোখে তড়াক করে উঠে লাফিয়ে বাস থেকে নেমে বেডিংয়ের জন্য হাকডাক শুরু করলাম। কিশোর বয়সী একটি ছেলে খোঁজাখুজি করে ছাদের উপর থেকে জানিয়ে দিল তথায় কোন লেপ-তোষকের বান্ডিল নেই।

মন খারাপ হয়ে গেল। ক্যারিব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে হাইওয়ের বাঁকে গুটিকয় চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো ছোট একটি রেঁস্তোরায় বসে তেল জবজবে পরোটা আর ডিমের অমলেট দিয়ে নাস্তা সেরে উপজেলা সদরের দিকে রওনা হলাম। প্রথমেই লম্বা দক্ষিণমূখী দালানের সর্বপূবে টিএনও সাহেবের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলাম। তিনি ছিলেন একজন করিৎকর্মা অফিসার। হ্যান্ডেল লাগানো টেলিফোন সেট দ্রুতলয়ে ঘুরিয়ে বাস মালিক সমিতি, জেলা প্রশাসন এমনকি লোকাল এলিটদের পর্যন্ত খবরটা এমনভাবে চাউর করে দিলেন যাতে সংক্ষিপ্ত সময়ে এর একটা বিহিত হয়। টিএনও সাহেবকে জয়েনিং লেটার দিয়ে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর ২নং রুমে আস্তানা পাতলাম। সহকারী কমিশনার সাহেব আগেই ১নং কক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে বিছানা বেডিং ফেরৎ পেয়ে-প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতের বহর যে কতটা লম্বা তা সাক্ষাত জেনে গেলাম। তবে বালিশের নীচে যত্নে রাখা মশারিটা খোয়া যাওয়ায় ফের পয়সা খরচ করে কিনতে হয়েছিল তা আমাকে।

ব্যাচেলর ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে শুরু করলাম উপজেলার চাকুরি। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে পুল কালভার্ট, জলসেচের নালা ও স্কুলঘর নির্মাণে কর্মচঞ্চল দিন কাটতে লাগল। আর কত যে রং মাখানো অভিজ্ঞতা, কত যে উথাল-পাথাল, কত যে পিঠা-পায়েসের নেমন্তন, কত যে মেয়ে জামাই করার রশি টানাটানি তা বুঝতে ঢের সময় কেটে গেল।

ওসব থাক। লিখতে গেলে পুরো একটা বই হয়ে যাবে। ফিরে আসি পিড-বলিউ-ডি তে। চাকরির সাড়ে আট বছরের মাথায় তৎকালীন মংগার জেলা লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার থেকে পদোন্নতি পেয়ে এসডিই হলাম। একটা চার চাকার ভাঙাচোরা জীপগাড়ি পাওয়া গেল। সে কি আনন্দ! অনেক বড় অফিসার হয়ে গেছি-এমন ভাবেসাবে গদগদ হল শরীর ও মন। একদিন মহড়া দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে কুড়িগ্রাম থেকে কালীগঞ্জে চলে গেলাম ইউএনও সাহেবকে দেখানোর জন্য। সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরি শুরুর কিছুদিন পর এক সেকশন অফিসার (এসও), supplementary tender (ST), comprehensive statement (CS), non tender item (NTI) ইত্যাদি নতুন নতুন ইংরেজী শব্দগুচ্ছ টেবিলের সামনে বসে এমন ঢংয়ে উচ্চারণ করতে লাগল যেন এগুলো যেনতেন কিছু নয়, বনেদি পিডব্লিউডি'র বনেদিপনার চকচকে গহনা।

এসব গহনার আলংকারিক গুণ কতটুকু তা বিচারসাপেক্ষ। তবে এসব যে বেশ জটিল বিষয় তা এখনও হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি। সাব-ডিবিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরিতে আরও একটা নতুন উপসর্গ এসে যোগ হল- কর্মচারী ইউনিয়ন। এতসব উপসর্গ সত্ত্বেও গাড়ি-বাড়ি, আর্দালি, পাহাড়াদার সবমিলে একটা জমিদারি ভাব এসে গেল চলনে-বলনে।

সময় কাটতে লাগল বেশ ফুরফুরে মেজাজে।

তারপর সময়ের চক্রে চাকুরির আরও একটি ধাপ ডিঙিয়ে গেলাম। লাফ মেরে নয়, বলতে গেলে কচ্ছপের গতিতে। প্রথম ধাপ ডিঙানোর প্রায় নয় বছর পর ২০০১ সালের কোন এক সময়ে স্বপ্নের সীমানায় পা ফেললাম। হয়ে গেলাম পিডব্লিউডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। আবারও সেই দিনাজপুর বেলা। জুতোর মচমচ আওয়াজে অফিস ঘরের আনাচে কানাচের পরিবেশ থমথমে হয়ে ওঠে।

এসডিই থাকতেই জেনে গিয়েছিলাম পিডব্লিউডি'র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জেলার পাঁচ কোর অফিসারের একজন। ক্ষমতার সে গরমের হলকা বাস্তবে লেগে গা গরম করে তুলল। সংগে চেক পাওয়ার। কেউ কেউ বলত পে মাষ্টার। চাকুরিতে নতুন আমেজ ফিরে পেলাম। নিজেকে আগের চেয়ে বেশ ভারী ভারী মনে হতে লাগল।

দাপটের সাথেই দিনাজপুরের সময় কেটে গেল।

২০০৪ সালে বদলী হয়ে ঢাকায় এসে পা ফসকে গেল এক বছরের মাথায়। এমন ঘ্যাচাং করে অভিজ্ঞতার চাকা ঘুরল যে, হুঁশ ফিরল। ক্ষমতা নয়, এটি যে কেবলই চাকুরি- বিনা দোষে সাসপেন্ড হওয়ার গুরুদন্ড ভোগ করে তা ভালভাবে বোধে এসে গেল।

তারপর উত্তরের জেলা কুড়িগ্রাম, রংপুর ঘুরে নিসর্গের লীলাভূমি মৌলভীবাজারে পোস্টিং হল। লেখালেখির অভ্যাস আগে থেকেই ছিল। এবার সাহস অর্জন করে কথা সাহিত্যের জগতে পা ফেলতে শুরু করলাম। স্মৃতিকথামূলক বই "কালের উজানে" লেখার কাজে হাত লাগালাম। গোপালগঞ্জের এসডিই আরিফ তখন হবিগঞ্জ ডিভিশনের স্টাফ অফিসার। আমি হবিগঞ্জের অতিরিক্ত দায়িত্বে। কালের উজানের প্রতিটি চ্যাপ্টার আমি পড়ে শোনাতাম আরিফকে। আরিফ কোনটির প্রশংসা করত, কোনটির বেলায় আরও টিউনিং দরকার বলে মত দিত। আরিফের উৎসাহে আমি দ্বিগুণ মনোযোগের সাথে সেগুলো কাঁটাছেড়া করে যতটা সম্ভব সাহিত্য রসে ভরে তুলতাম, এক এক করে আট নয়টি চ্যাপ্টার দিয়ে বই প্রকাশ করলাম একুশে বইমেলায়।

সাহিত্যের অংগনে সেই যাত্রা আর থেমে থাকেনি। ২০১০ সালের শুরুতে মৌলভিবাজার থেকে পদোন্নতি নিয়ে সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যশোরে জয়েন করলাম। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদের সকল ঝক্কি ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া গেল। সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দিয়ে লেখালেখিতে আরও মনোনিবেশ করলাম। প্রতি বছরই একুশে বই মেলায় একটি দুটি করে বই প্রকাশ হতে লাগল। সহকর্মীদের উপর পুশিং সেলের চাপও বেড়ে গেল। অনেক অফিসার উৎসাহ ভরে বই বিক্রির টাকা শোধ দিয়েছে, অনেকে কৌশলে এড়িয়ে গেছে। ড. মঈনুলকে আমার এ যাবৎ চাকুরি জীবনে দু'বার পেয়েছি অধস্তন হিসাবে। একবার ঢাকার শেরেবাংলানগরে এসডিই হিসাবে, আরেকবার চুয়াডাঙ্গার নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে। বিদ্বান মানুষ সে, লেখালেখির কদর বোঝে। আমাকে উৎসাহ জুগিয়ে বলত, স্যার, একটা বই লেখা আর একটি বাচ্চা প্রসব করা সমান কথা। ড. মঈনুলের উৎসাহ আমার লেখালেখির স্পৃহাকে আরও বেগবাগ ও শানিত করেছে।

পাঁচ বছরেরও অধিক সময় সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকুরির পর ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব পেয়ে যশোর থেকে খুলনায় চলে এলাম।

ডিভিশনাল টাউন। দায়িত্বের পরিধিও বড়। লিফট কেনাকাটার ধুম পড়ে গেল। এরমধ্যে খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী ওয়াসিফ, খুলনা শেখ আবু নাছের হাসপাতালের মেডিকেল গ্যাস সিস্টেমের প্রকিউরমেন্টের কাজে হাত দিল। বিলেত সফরের মওকা এসে গেল।

এক বছরে বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে একটা ভ্রমন কাহিনি লিখে ফেললাম। এটি ছিল আমার অনেকদিনের লালিত শখ। অনেক রং বাহারি ছবি যুক্ত করে বইটি প্রকাশ করতে কিছু বিলম্ব হওয়ায় ২০১৬ সালের একুশে বই মেলা মিস হলেও এ বইটিতে খুব ভাল পাঠক সাড়া পাওয়া গেল।

এরপর নানা ঝামেলায় নতুন লেখার কাজে এখনও হাত লাগাতে পারিনি। তবে প্রস্তুতি চলছে।

যশোর ও খুলনায় চাকুরিকালীন আরও দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ আমি করতে পেরেছি।

পাবনা জেলার পিতৃভূমিতে বাবা-মা'র নামে একটি লাইব্রেরী ও একটি ফাউন্ডেশন করেছি। ফাউন্ডেশনের আওতায় একটি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, একটি লোক সাহিত্য কেন্দ্র ও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। আর আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়ায় আমার সহধর্মিনীর উদ্যোগ ও উৎসাহে একটি জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সামনে চলার পথ কখনই মসৃন নয়। উঁচু-নীচু পথের চড়াই-উৎরাই ভেঙে চলার নামই জীবন। চলতে গিয়ে পথের বাঁকে বাঁকে আমিও হোঁচট খেয়েছি। তারই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করার আগ্রহ সামলাতে না পেরে নিম্নে তা তুলে ধরলাম।

❑ ২০০১ সালে ঢাকায় শেরেবাংলানগরে আর্কাইভ ভবনের নির্মাণ সাইটের চতুর্দিকে ফেন্সিং দেওয়ার ফলে আড়াআড়ি চলাচলের অবৈধ মেঠো রাস্তা বন্ধ হওয়ায় মসজিদের ইমাম কর্তৃক সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারকে কাফের ঘোষণা এবং মুসল্লিগণের মারমুখী আক্রমন থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাওয়া।

❑ ২০০১ সালে একুশে বইমেলায় বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত আমার প্রথম বই 'ইমারত ও পরিবেশ' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মিডিয়াতে ঘোষনা দেওয়ার পর পিডব্লিউডি'র প্রধান প্রকৌশলীর অনুপস্থিতি আমাকে 'যারপরনাই' পীড়া দিয়েছিল। একই বইয়ের জন্য বাণী সংগ্রহ করতে গিয়ে তৎকালীন প্রকৌশলী পূর্ত সচিব (ভারপ্রাপ্ত) এর বাণীর পরিবর্তে রুঢ় আচরণ পাওয়ায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম।

❑ ২০০৪ সালে ঢাকার শেরেবাংলানগরে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণে নকশা ও ডিজাইন তৈরীর আগেই ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপিতে তড়িঘরি করে কাজ শুরু করা এবং পরবর্তীতে ভবন নির্মাণে ডিপিপি অনুসরণ না করার কারণে অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য আন্তমন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হওয়া।

❑ ঢাকা শেরেবাংলানগরস্থ বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টারের (তৎকালীন চীন মৈত্রী হল) বাংকোয়েট হলে রাষ্ট্রীয় নৈশভোজ চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া (৫ এপ্রিল ২০০৫)। দৈনিক পত্রিকার শিরোনামঃ ২০০৫ সালের সেরা বিদ্যুৎ বিপর্যয়; পিডব্লিউডি'র আট প্রকৌশলী সাসপেন্ড।

❑ ২০১০ সালে ফরিদপুরের পল্লীকবি জসিম উদ্দীন স্মৃতি কেন্দ্রের মিউজিয়াম হলের ছাদ ঢালাইকালে ধ্বসে পড়ে। ধ্বংসস্তুপে আটকাপড়া শ্রমিকগণ অলৌকিকভাবে প্রাণে বেঁচে যায়। ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাজের স্ক্যাফোল্ডিংয়ে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা ও কাজ তদারকিতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের গাফিলতিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পিডব্লিউডি প্রকৌশলীদের দায়িত্ব পালনে এরূপ অবহেলা মেনে নিতে আমার বেশ কষ্ট হয়েছিল।

পিডব্লিউডিতে নিয়োগপত্র পাওয়ার আগে ও পরে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে একাধিক সংস্থায় কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। একটি প্রাইভেট কন্‌সালটিং ফার্ম ছাড়াও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক্সপার্ট স্টাডি গ্রুপে কয়েকমাস কর্মরত ছিলাম। কনসালটিং ফার্মের এমডি ছিলেন কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক। তিনি কাঠের ব্যবসা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে অয়ার হাউজ কর্পোরেশনের চাকুরিতে ঢোকেন। তথায় দুর্নীতির দায়ে চাকুরি খুইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি শুরু করেন। এতে তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। একই দোষে তাঁর অধস্তন কেরানিও চাকুরি হারায়। এমডি সাহেব মানুষ চিনতে ভুল করতেন না। তিনি প্রাক্তন সহকর্মীকে কনসালটিং ফার্ম এর ওএস এর দায়িত্ব দেন। পদবী ওএস হলেও ঐ কেরানি ছিল প্রকারান্তরে ফার্মের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। লেখাপড়ার দৌড় এসএসসি হলেও কেরানিবাবুর মাথায় বুদ্ধি ছিল ঢের। অতিবুদ্ধির সেই ওএস এর খাপরামুখো ঝামটা থেকে বাঁচতে কনসালটিং ফার্ম ছেড়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডে যোগ দিলাম। সেখানেও ভাগ্য গুনে পেয়ে গেলাম চকচকে টাক মাথাওয়ালা আরেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা। ইনি ছিলেন মোটাবুদ্ধির মানুষ। তবে নারী সংগ লাভের আকাংখা বিচারে ভীষণ হ্যাংলা প্রকৃতির। এই হ্যাংলামির জন্য সাকি স্যার তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেসব নিয়ে একটা রসালো গল্প লিখেছি 'মরীচিকা' নামে যা ছাপা হয়েছে আমার 'কৃষ্ণাপাড়ের কেচ্ছা' গল্পগ্রন্থে। এরপর প্রেষণে উপজেলা পরিষদে ও এলজিইডিতে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। প্রথমদিকে এলজিইডি ছিল বাপ-মা হারা এতিম ছেলের মত। কত নামে যে তাকে ডাকত লোকে। নাবালক অবস্থায় ওয়ার্কস প্রোগ্রাম, কৈশোরে এলজিইবি আর যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হল তখন 'বি' এর জায়গায় 'ডি' নিয়ে এলজিইডি নামই তার ফাইনাল হয়ে গেল। ডিসি সাহেবদের অতি খবরদারিতে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম এর ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারদের চোখের জল আর নাকের পানি এক হয়ে যেত। উপজেলা পরিষদে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্ম খুব কাছে থেকে দেখেছি। বেশিরভাগ কর্মকর্তা নিজের কাজ বাদ দিয়ে টিএনও সাহেবকে তেল মারতেই সময় বেশি ব্যয় করত।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঘা বাঘা ইঞ্জিনিয়ারদের যোগ্যতার নিরিখে অপ্রাপ্তির আক্ষেপ আমাকে বেশ পীড়া দিত। প্রয়াত সাকি মোঃ জাকিউল আলম স্যার বুয়েটে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডে ঢুকে পরে বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এক্সপার্ট স্টাডি গ্রুপে স্যার ছিলেন ডিরেক্টর, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার তুল্য। তখন তাঁরই সমসাময়িক একজন আমলা ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব। এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে স্যার বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকতেন।

এসব কষ্ট কম বেশি আমাদেরও আছে। তারপরও পিডব্লিউডি কে নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। যতটুকু দেখেছি তাতে বলা যায়, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পিডব্লিউডি বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে এক অনন্য সাধারণ সংস্থা।

শত শত ক্যাডার প্রকৌশলীর কয়েক স্তরের কাঠামো নিয়ে গঠিত এই সংস্থার রয়েছে পৃথক পৃথক প্ল্যানিং ও ডিজাইন সেল। মাঠ পর্যায়ে কাজ তদারকিতে নিয়োজিত আছে শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং সেল। হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন একটি জটিল বিষয়। দালানের ফায়ার ফাইটিংও আজকাল গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে। এসব জটিল কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি পৃথক সেল গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে। সংস্থার ইলেকট্রিক্যাল উইং বিভিন্ন দালান ও স্থাপনার বৈদ্যুতিক কাজের প্লানিং, ডিজাইন ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। আর সহোদর ভাইয়ের মত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আধুনিক দালানকোঠার নান্দনিক স্থাপত্য নকশা যোগান দিয়ে চলেছে স্থাপত্য অধিদপ্তর। সম্প্রতি ভূমিকম্প মোকাবেলায় একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত টিম পুরনো সব দালানের রেট্রোফিটিং বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার এলেনবাড়িতে স্থাপিত সংস্থার ট্রেনিং একাডেমির আওতায় প্রকৌশলীদের দক্ষতা উন্নয়নে ধারাবাহিককভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সবমিলে শতাধিক বছরের পুরোন এই সংস্থা সাবলিল গতিময়তার ছন্দ বজায় রেখে নিত্যনতুন প্রযুক্তি ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার বর্তমান সুযোগ্য প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এই গতির মাত্রা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বাড়বে বলে আশার আলো ঝলকে ওঠে মনের আকাশে।

পিডব্লিউডিতে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের সফরের বেশিরভাগ সময় আমার মনে হয়েছে, এই সংস্থায় কাজ করতে পেরে প্রতিনিয়ত যেমন পেশাগত উৎকর্ষতা বেড়ে একজন পরিপূর্ণ প্রকৌশলী হওয়ার সুযোগ হয়েছে তেমনি লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে এখানে। শুধু দরকার ভুলত্রুটি শুধরে সময়মত সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং আন্তরিকতা ও জবাবদিহিতার সাথে তা বাস্তবায়ন করা। প্রণোদনা হিসাবে প্রকৌশলীদের পদমর্যাদার ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের দাবী রাখে।

চেনা– অচেনা দৃষ্টি

মাহমুদুল হাসান লিমন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বগুড়া গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১

মোবাইলের SMS এ লেখা ছিল-কমিউনিটি সেন্টারে উপস্থিত হবার সময় সন্ধ্যা ৭ টা, হিসাব-নিকাশে অত্যন্ত দক্ষ ছেলে অনিক অফিস, রাস্তার জ্যাম সবকিছু সামলিয়ে ঠিক ৭ টার সময়ই হাজির হয়েছে। অনুষ্ঠানটা বিয়ের, তমার বিয়ে। ৬ মাস আগেও যে তমা অনিকের চোখে চোখ রেখে বলতো-আমি তোমার তমা।

দুদিন আগে অনিক বিয়ের দাওয়াতটা পেয়েছে। তমাই ফোন করেছিল। প্রায় ৬ মাস ধরে যোগাযোগ না থাকলেও অনিক জানতো একদিন তমা ঠিকই তাকে ফোন দিবে। কল রিসিভ করেই অনিক বলেছিল -

'তুই সম্ভবত ভুল নম্বরে ফোন দিছিস, আমি অনিক' ।

নম্বরটা অনিক এখনো মোবাইলে সেভ করে রেখেছে দেখে অবাক হয় তমা। সেই কবে সে অনিককে বলেছিল-'আমাকে আর কক্ষনো ফোন দিবি না'। প্রচন্ড রকমের আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন অনিকের এ কথা শোনার পর আর নম্বরটা মোবাইলে রাখার কথা না।

'না, আমি ভুল জায়গায় ফোন দেই নি। শোন, দুদিন পর আমার বিয়ে। স্থান, তারিখ, সময় আমি এসএমএস করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, তুই আসবি।

'আমি ওখানে গেলে তোকে দেখতে পাবো ?' - তমার কাছে গাধার মত প্রশ্ন করে অনিক। 'হ্যাঁ, পারবি ।'

দাওয়াত খেতে নয়, তমাকে একটিবারের জন্য দেখতেই আজ অনিকের এই অনুষ্ঠানে আসা। মেহমান আসা শুরু হয়ে গেছে, সবাই একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত। আর লোকজনের সেই ভিড়ে অনিকের দু চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে তমাকে, ৬ মাস আগেও যে তমা অনিকের চোখে চোখ রেখে বলতো-আমি তোমার তমা।

পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে চরম মাত্রায় উদাসীন অনিক আজ কিন্তু বেশ পরিপাটি হয়েই এসেছে। কালো স্যুট, নীল শার্ট আর ম্যাচিং করা টাই। তমাকে চমকে দিতেই অনিকের এত সাজগোজ! আজ যদি তমা অনিকের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়-তমা নিশ্চয় প্রশ্ন করে বসবে-কিরে, তোর সু থেকে চশমার ফ্রেম সব কিছু এত দামী ? ঘটনা কি ? চাকরি পেয়েই দেদারছে ঘুষ খাওয়া শুরু করে দিয়েছিস নাকি ?

অনিক অনুভব করে, তার চোখের কোণায় পানি। তমার মতে-সে একটা গরু। গরু কাঁদলে যেমন শব্দ হয়না, কেউ জানে না, শুধু চোখের দিকে তাকালে বোঝা যায়, তার কান্নাও তেমনি । দাপ্তরিক কাজে নির্ভুল হিসাব নিকাশের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বাহবা পাওয়া ছেলেটির জীবনের হিসাবে এতো গড়মিল হল কেন?

৩ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন প্রেম, কখনো তুমি থেকে তুই, কখনো তুই থেকে তুমি ! অতঃপর চাকরি পাবার পর যখন বিয়ের কথা জানালো অনিক, তখনি তমা ঘুরে বসলো। অনিকের সাথে তমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিল নেই- এটা অনিক জানতো। কিন্তু দুজনের মন-মানসিকতায় মিল না থাকলে বিয়ে করা ঠিক না, এটা অনিক জানতো না। দুজনের মাঝে চিন্তা-ভাবনায় মিল না থাকলে প্রেম করা যায় কিন্তু বিয়ে করা যায় না, এত কিছু অনিকের জানা ছিল না।

তমার নিষেধ সত্ত্বেও তমার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলো অনিক। একবার নয়, একাধিকবার। কিন্তু কোনভাবেই নিজ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেনি বাড়াবাড়ি রকমের জেদি মেয়েটি, সবাই যাকে তমা বলে ডাকে। প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও বারংবার বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ায় একদিন তমা অনিক কে সাফসাফ বলে দেয় - 'কোন লাভ হবে না, আমার সিদ্ধান্ত নড়চড় হবে না। আমার সাথে আর যোগাযোগ করার চেষ্টা করবি না, আমাকে আর কক্ষনো ফোন দিবি না'। আর সব ব্যর্থ প্রেমিকের মত নেশার বোতল হাতে নেয় নি অনিক, আর সব হিংস্র প্রেমিকের মত প্রিয় মানুষের মুখটি এসিডে ঝলসে দেবার কথা ভাবতে পারেনি অনিক। তমা যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে সুখি হয়, তবে করুক না!

সেই তমার আজ বিয়ে। তার চেয়ে উত্তম কাউকে পেয়েছে বলেই তো তাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে তমা। নিশ্চয় তমা সেখানে অনেক ভালো থাকবে। আর ভালোবাসার মানুষটি ভালো থাকুক- এটা কোন মানুষটি না চায় ? বোবা গরুর মত কেঁদে ফেলে অনিক। এতক্ষণে সে খেয়াল করে-বর কনের জন্য সাজানো মঞ্চে কনের চেয়ারে বসে তার চোখের দিকেই তাকিয়ে আছে তমা, ৬ মাস আগেও যে চোখে চোখ রেখে তমা বলতো-আমি তোমার তমা।

সকল BCS PWEA এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর লিখা আহবান করা যাচ্ছে যেমনঃ-

যে কোন নতুন প্রকল্পের অনুমোদন, নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন, নতুন ভবনের উদ্বোধন, প্রকৌশল পেশার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, কারিগরি জ্ঞান বিষয়ক, পদোন্নতির সংবাদ, কৃতি সন্তানদের নাম ও কৃতিত্ব, বিদেশে বা দেশে কোন সদস্যের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এবং শোক সংবাদ সহ অন্যান্য বিষয়সমূহ।

প্রেরক,

....

....

....

প্রাপক,

সম্পাদক, পূর্তবার্তা
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
কক্ষ নং- ১২৮, পূর্তভবন (নীচতলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭১২৯০
ই-মেইল : zubairbd@gmail.com

কুশলী নির্মাতা লিঃ

KUSHOLI NIRMATA LIMITED

Kusholi Bhaban (8th Floor), 238/1, West Kafrul, Rokeya Sarani
Agargaon Taltola, Mirpur, Dhaka-1216
Phone : 88-02-9104152, 9104153, Fax : 88-02-9104154
E-mail: knl_bd@yahoo.com, kusholinirmataltd@gmail.com

Branch : 'HAL MARS', 3rd Floor, 66 Outer Circular Road, Dhaka-1217
Phone: 9357447, 8319557

Fresh® CEMENT
HIGH PERFORMANCE CEMENT

- Cement tested in BUET,KUET,RUET,CUET
- BSTI Certified
- BIS Certified
- PWD Approved
- ISO - 9001: 2008 Certified
- MES enlisted Company
- LGED/RHD/WASA/DESA/WDB Approved

★ Using Latest German Polycom Technology